তারিখ ... 25 NOV 1995 ...
পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

আজকের কাগজ

রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙে দিয়েছেন

জানুয়ারিতে নতুন নির্বাচন, রাজনৈতিক দলগুলোকে বৈঠকে ডাকবেন রাষ্ট্রপতি

সৈয়দ বোরহান কবীর/মেসবাহ আহমেদ ঃ রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস পঞ্চম জাতীয় সংসদ ভেঙে দিয়েছেন। গতকাল সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশের পরপরই রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের ইতিহাসের দীর্ঘতম এবং ঘটনাবহুল সংসদ ভেঙে দিলেন। মেয়াদ পূর্ণ হবার প্রায় ৫ মাস আগে পঞ্চম জাতীয় সংসদ ভেঙে দেয়ায় এই সংসদেরও পূর্ণ মেয়াদ হলো না। ১৯ মাসের রাজনৈতিক সংকটের মুখে সংসদ ভেঙে দেয়ার ফলে এখন রাজনৈতিক সংকট সাংবিধানিক সংকটে প্রবেশ করলো। এখন নির্বাচন কমিশনকে আগামী ৯০ দিনের মধ্যে অর্থাৎ ২২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে নির্বাচন করতে হবে। বিরোধী দলগুলো বলেছে, নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া তারা নির্বাচনে যাবে না। তারা অবিলম্বে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের দাবি জানিয়েছে। অন্যদিকে সংসদ ভেঙে দেয়ার আগে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে বেগম জিয়া বলেছেন, সংবিধানের বাইরে তিনি কিছুই করবেন না।

সরকারি দলের দায়িত্বশীল সূত্রগুলো জানাচ্ছে, আগামী ২২ জানুয়ারি রোজা শুরু হবার আগেই নির্বাচন করতে হবে। সে ক্ষেত্রে জানুয়ারিতেই নতুন নির্বাচন হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে বিএনপি'র নেতারা গতরাতে বলেছেন, সংসদ ভেঙে দেয়ার পর এখন আগামী নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বৈঠক করবেন। কিভাবে একটি নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে করা যায় সে ব্যাপারে আলোচনার পর নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হবে বলে জানা গেছে। এছাড়াও নির্বাচনের ৩০ দিন আগে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কিভাবে পরিচালিত হবে সে ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগে একটি রেফারেন্স পাঠানোর চিন্তা-ভাবনা চলছে। অবশ্য প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালন করে যেতে বলেছেন। সূত্রমতে, প্রধানমন্ত্রী দু'একদিনের মধ্যে মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করবেন।

২৮ ডিসেম্বর বিরোধী দলীয় সাংসদদের সংসদ থেকে পদত্যাগের পর নানা কৌশলে সংসদকে আরো ১১ মাস টিকিয়ে রাখা হয়। গতকাল সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বঙ্গভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাত করে সংসদ বিলুপ্ত করার পরামর্শ দেন। সংবিধানের ৭২(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি গতরাতে পঞ্চম জাতীয় সংসদের বিলুপ্তি করেন। ১৯৯১ সালের ৫ এপ্রিল পঞ্চম জাতীয় সংসদ প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজনৈতিক অচলাবস্থার কারণে ৪ বছর ৭ মাস ১৯ দিনের মাথায় সংসদ ভেঙে দেয়া হলো। এ সংসদ ২২টি অধিবেশনের মাধ্যমে মোট ৪ শ' কার্যদিবস অতিবাহিত করে। ৪শ' কার্য দিবসের মাধ্যমে মোট ১ হাজার ৮ শ' ৬০ ঘন্টা সংসদের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। ইতিবাচক-নেতিবাচক উভয় দিক থেকেই সংসদ বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং ঘটনাবহুল। এই সংসদেই সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত করা হয়। আবার এই সংসদ থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে ১৪৭ জন বিরোধী দলীয় সাংসদ পদত্যাগ করেছেন। একাদিক্রমে ৯০ দিন অনুপস্থিতির কারণে ১৪৫ জন সাংসদের আসন শূন্য ঘোষণা করা হয়েছে এই সংসদেই। সংসদ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ৯৪ সালের ১ মার্চ পর্যন্ত ২ বছর ১০ মাস ২৬ দিন ছিলো পূর্ণাঙ্গ সংসদ। পয়লা মার্চ '৯৪ থেকে সংসদের ১৪৭ জন বিরোধী সাংসদ সংসদ বর্জন শুরু করেন। ফলে পয়লা মার্চ থেকে সংসদ তার ভারসাম্যতা হারায়। বস্তুত ১ মার্চ থেকে এ সাংসদ এক দলীয় সংসদে পরিণত হয়। পঞ্চম জাতীয় সংসদের মোট ৪শ' কার্য দিবসের মধ্যে ১শ' ২০ দিনই ছিলো বিরোধী দলবিহীন। পঞ্চম জাতীয় সংসদের মোট স্থায়ীত্বকালের মধ্যে ৩০ শতাংশ সময়ই সংসদে বিরোধী দল অনুপস্থিত ছিলো। এ দিক থেকেও এই সংসদ বিরল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।